দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ৩ ...

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ'৯৭

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা : বর্তমান ও ভবি

১.০০ ভূমিকাঃ

১৯৭১ সালে স্বাধীন জাতি হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলেও বহু শতাব্দী ব্যাপী বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলে শিক্ষার সার্বিক বিকাশ এদেশে ঘটেনি। কোন শাসকই জনশিক্ষার প্রসার ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেনি। আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল এবং সামাজিক দিক থেকে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যেই বাংলাদেশের শিক্ষাধারা আবর্তিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের কালপর্বে সমগ্র বাঙালী জাতির ইতিহাসে প্রথমবারের মত গণ মানুষের মুক্তিমন্ত্র হিসেবে শিক্ষার চাহিদা এবং সাক্ষরতার আকাংখা যেন মূর্ত হয়ে উঠে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার নিজ দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে সকল নাগরিককে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দানে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে তা ছিল জনগণের প্রতি নিবিড় ভালবাসা ও জাতি গঠনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উচ্চারিত হয় নিম্নোক্ত ঘোষণা : রাষ্ট্র

-একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্যে

-সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য

-আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন

উপরোক্ত সাংবিধানিক নির্দেশ, দায়বদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রদত্ত অঙ্গীকার পালনে সরকার সমূহের সমসাময়িক পদক্ষেপগুলোর পর্যালোচনা প্রাসংগিক।

২.০০ বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা :

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের অল্পকালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছায় ১৯৭৩ সালে ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করে। প্রকৃত পক্ষে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর সাংবিধানিক অধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষকগণ আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, কর্মমুখী ও বাধ্যতামূলক করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয় স্বাধীন দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের আগেই প্রাথমিক শিক্ষা তার সাংবিধানিক অঙ্গীকার থেকে সরে যায়।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পালনে প্রাথমিক [illegible]ক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত সমসাময়িক [illegible]ক্ষেপগুলো এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৯০ [illegible]র থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত [illegible] সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক [illegible]ষণায় স্বাক্ষরদান, ১৯৯০ সালের [illegible] মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে [illegible]শ্ব শিশুসম্মেলন এবং ১৯৯৩ সালে [illegible]জধানী নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৯টি [illegible] অধ্যুষিত উন্নয়নশীল দেশের [illegible]সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রায় একই [illegible]নে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের [illegible]না।

৩.০০ প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকহারে শিক্ষার্থী ভর্তি :

বর্তমানে দেশে ৩৭,৭১০টি সরকারী, ১৯৬৮৪টি রেজিষ্টার্ড বে-সরকারী, ৩৯৬৩টি আন-রেজিষ্টার্ড বে-সরকারী, ১,৮৮৩টি উচ্চবিদ্যালয় সংলগ্ন বিদ্যালয়, ১২,৯৫৮টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা ব্যতীত ১,৪৩৪টি কিন্ডারগার্টেন, ২০০টি স্যাটেলাইট স্কুল, প্রায় ১৪১২টি কমিউনিটি স্কুল সহ মোট প্রায় ৮০,০০০ প্রাথমিক মানের বিদ্যালয় রয়েছে। এ সব প্রাথমিক মানের বিদ্যালয়ে ৬-১০ বৎসর বয়সী প্রায় ১,৭৬,০০০০০ শিশু পড়াশুনা করছে। বর্তমানে প্রায় ৩৮%ভাগ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, শিক্ষার ভৌতসুবিধা বৃদ্ধিকরণ, উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম প্রচলন এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

৪.০০ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি :

ক) স্যাটেলাইট স্কুলঃ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষায় অবাধ অংশগ্রহণের জন্য মূল বিদ্যালয়ের দূরত্ব, প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং যাতায়াতের প্রতিকূলতার কথা বিবেচনা করে স্কুলগৃহকে শিক্ষার্থীর বাড়ীর দোরগোড়ায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি মূলস্কুলকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরীক্ষামূলকভাবে এ পর্যন্ত ২০০টি এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত শিক্ষিকার দ্বারা স্যাটেলাইট স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ সব বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করে নিকটবর্তী মূল বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সরকার শিক্ষকদের মাসিক ৫০০ টাকা সম্মানী প্রদান করে থাকে। ভবিষ্যতে এ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

কমিউনিটি স্কুলঃ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় সরকার স্বল্পব্যয়ী কমিটিউনিটি স্কুল পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রদত্ত জমিতে সরকার প্রয়োজনীয় সুযোগ সবিধাসহ এসব স্বল্পব্যয়ী বিদ্যালয় নির্মাণ করেছে। স্থানীয়সমাজ শিক্ষক নিয়োগ এবং স্কুল পরিচালনা করে থকে। সরকার শিক্ষকদের আংশিকভাতা প্রদান করে থাকে।

গ) রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুদান প্রদান : স্থানীয়ভাবে পরিচালিত রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার অনুদান প্রদান করে থাকে। এই অনুদানের হার মূল বেতনের শতকরা ৫০ভাগ থেকে ৭১ ভাগ। অনুদানের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণের জন্য বর্তমান সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটির সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

ঘ) প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী প্রচলন : গ্রামীণ জনপদে স্কুলগুলোতে বিদ্যালয় গমনোপযোগী নয় এমন শিশুরা ভীড় করে। এতদ্ব্যতীত শিশুদের স্কুলে আসার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী চালু করার ব্যাপারে নীতিগত

ঙ) শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী : অনেক অভিভাবক শিশুদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে জীবিকার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে। বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বৎসর মেয়াদী চক্র শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এ সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে দারিদ্র। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ৪৬০টি ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়। এ কর্মসূচীর সাফল্য লক্ষ্য করে ১৯৯৪ -৯৫ অর্থ বৎসরে ১০০০টি ইউনিয়নের সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ১৫০জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৪জন শিক্ষকবিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণকে গম প্রদান করা হয়। শতকরা ৮৫ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকার শর্তে একটি পরিবারের একজন শিশু ১৫ কেজি ও একাধিক শিশু ২০ কেজি করে গম পাচ্ছে। আর্থিকভাবে এ কর্মসূচী প্রশংসিত হয়েছে।

চ) বিদ্যালয় আকর্ষণীয়করণ কার্যক্রম : সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫টি বিভাগের ১০টি থানার ৬৮৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে স্কুল আকর্ষণীয়করণ কার্যক্রম চালু করা হয়। এ কর্মসূচীর কাজ বাস্তবায়ন করা হয় স্থানীয় এনজিও ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে। দরিদ্র শিক্ষার্থী বিশেষ করে ছাত্রীদেরকে শিক্ষোপকরণ, স্কুল ইউনিফর্ম, পাঠাগার স্থাপন, ক্রীড়াসরঞ্জাম, এবং পুষ্টি সরবরাহ ইত্যাদি কর্মসূচী এই কার্যক্রমের অন্যতম বিশেষত্ব। স্কুলে উপস্থিতি, মেধা বিচার, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা বিচার ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্কুলকে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। সামাজিক সম্পৃক্ততা এই কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিমাসে প্রতিস্কুলের জন্য ২০০০.০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ শিশু এই কার্যক্রমে উপকৃত হচ্ছে। মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, প্রকল্প এলাকায় স্কুলে ভর্তি, উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ছ) প্রাথমিক শিক্ষায় বেসরকারী সংস্থার অংশগ্রহণঃ সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে স্কুল বহির্ভূত এবং স্কুল ত্যাগী শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষাস্রোতে আনার লক্ষ্যে এনজিওদের অর্থ অনুদান প্রদান করে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রায় ৩০০০ হাজার উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়। ১৭টি এনজিও এই কার্যক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করেছে। এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সরকারী কাজে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ সম্ভব হয় এবং মোট শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাংশ হলেও এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়।

৫.০০ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। অধিদপ্তরের অধীনে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে রয়েছে যথাক্রমে বিভাগীয় অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং থানা শিক্ষা অফিস। প্রতি থানায় ১৫-২০ টি স্কুল নিয়ে রয়েছে স্কুল ক্লাষ্টার। প্রতি ক্লাষ্টারের দায়িত্বে আছেন একজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের নবতর ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে প্রতি ক্লাষ্টারকে কতিপয় সাব-ক্লাষ্টারে বিভক্ত করা হয়েছে। এভাবে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কাঠামো ক্রিয়াশীল রয়েছে।

৬.০০ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কোষ

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে একজন মহাপরিচালকের দায়িত্বে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এ ইউনিটের মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্ধারিত হারে মাসিক বেতন বাবদ অনুদান প্রদান করা হয়।

৭.০০ সামাজিক সম্পৃক্ততা

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও সম্প্রসারণের জন্য সক্রিয় জনসমর্থন আবশ্যক। সেই প্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

(ক) কমিটি গঠনঃ প্রতিটি স্কুল ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্কুলটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এই কমিটিকে কিছু দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। এতদ্ব্যতীত প্রতিটি স্কুলে অভিভাবকগণ ও শিক্ষকদের নিয়ে 'অভিভাবক শিক্ষক সমিতি' গঠন করা হয়। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এ কমিটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা